ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি):

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

মোরশেদা আক্তার

১৩ নভেম্বর ২০১৭

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- ১৯৮৩ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) নামে যাত্রা শুরু - শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান
- এনসিটিবি'র মূল কার্যক্রম - প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, প্রকাশ, বিতরণ, অন্যান্য শিখন-শেখানো সামগ্রী উন্নয়ন
- ১৯৯৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার পুরো দায়িত্ব পালন; ২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে বছরের প্রথম দিনে বিনামূল্যে বই পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন
- ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে মোট চার কোটি ২৬ লক্ষ ৩৫ হাজার ৯২৯ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে মোট ৩৬ কোটি ২১ লক্ষ ৮২ হাজার ২৪৫টি বই বিতরণ; মোট ব্যয় প্রায় ১,০৯১ কোটি টাকা - প্রকাশনার সংখ্যা বিবেচনায় এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রকাশনা সংস্থাগুলোর একটি
- এনসিটিবি'র প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তক ও প্রকাশনার মান নিয়ে বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যম ও বিভিন্ন নাগরিক ফোরামে সমালোচনা - বানান ও তথ্যগত ভুল, বইয়ের ছাপা ও কাগজের নিম্নমান, বই সময়মতো না পৌঁছানো

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা (চলমান)

- ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার প্রেক্ষিতে এনসিটিবি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে উদ্যোগ গ্রহণ -
  - প্রাথমিক স্তরের বিভিন্ন শ্রেণির ৮টি বই প্রকাশনায় দুর্নীতির অভিযোগে ১৭টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করা ও ৪টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের (ডিসেম্বর ২০০১)
  - শুদ্ধিপত্র প্রকাশের উদ্যোগ (সেপ্টেম্বর ২০১৩)
  - পাঠ্যপুস্তকে ভুলের পেছনে দায়ীদের চিহ্নিত করার জন্য তিন সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন (ফেব্রুয়ারি ২০১৬)
  - দায়িত্বে অবহেলা ও অনৈতিক ভূমিকার জন্য মান নিয়ন্ত্রণকারী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে তিন বছরের জন্য কালো তালিকাভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ (জুলাই ২০১৬)
- উপরোক্ত বিভিন্ন উদ্যোগ সত্ত্বেও এনসিটিবি'র পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের ঘাটতি; শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণায় এনসিটিবি'র পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের ঘাটতি নিয়েও বিস্তারিত গবেষণার অপ্রতুলতা লক্ষ করা যায়
- টিআইবি'র পাঁচটি অগ্রাধিকার সেবা খাতের মধ্যে শিক্ষা অন্যতম – শিক্ষাখাতের স্তর ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক গবেষণার ধারাবাহিকতায় এনসিটিবি'র পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম ও দুর্নীতির পেছনে সুশাসনের ঘাটতিজনিত কারণ অনুসন্ধানে এই গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে

গবেষণার উদ্দেশ্য

এনসিটিবি'র পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা প্রক্রিয়ায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং এসব চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রদান করা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- এনসিটিবি'র পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা সংক্রান্ত আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পর্যালোচনা করা
- এনসিটিবি'র পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা ও সরবরাহ প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করা
- এনসিটিবি'র পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনায় অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন ও কারণ চিহ্নিত করা
- পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনায় বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রদান করা

গবেষণার আওতা

- এনসিটিবি'র গঠন ও কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট আইনি ও নীতি কাঠামো
- এনসিটিবি'র পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়া
- এনসিটিবি'র পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা ব্যবস্থাপনা ও বিতরণ প্রক্রিয়া

- বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়, তবে এ প্রতিষ্ঠানের পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান পরিস্থিতির একটি চিত্র উপস্থাপন করে

গবেষণা পদ্ধতি

- গুণবাচক গবেষণা - গুণবাচক পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ
- প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস
  - মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার - এনসিটিবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন কমিটির সদস্য, পাণ্ডুলিপি লেখক, সংশ্লিষ্ট সম্পাদক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ, তদারকি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি, সাংবাদিক
- পরোক্ষ তথ্যের উৎস
  - এনসিটিবি সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রতিবেদন, বিভিন্ন প্রকাশনা ও প্রতিবেদন, সংবাদপত্র, ওয়েবসাইট ও অন্যান্য গণ-মাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ
- এনসিটিবি'র কর্মকর্তাদের সাথে দুটি মতবিনিময় সভায় গবেষণার উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন; তাদের মতামতের ভিত্তিতে প্রতিবেদন হালানাগাদ
- গবেষণার সময়কাল
  - অক্টোবর ২০১৬ থেকে অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

গবেষণার ফলাফল

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা সংক্রান্ত আইনি ও নীতিগত সীমাবদ্ধতা

- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর কোনো বিধিমালা নেই; নির্বাহী আদেশের ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালিত হয়
- বর্তমান আইনে জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটির (এনসিসিসি) এবং শিক্ষাক্রম কমিটির (কারিকুলাম কমিটি) উল্লেখ করা হয় নি; মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী আদেশে গঠন করা হয়
- সিলেবাস ও টেক্সট বুক কমিটির সদস্যদের মেয়াদ উল্লেখ করা হয় নি
- শিক্ষাক্রম ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের কোনো নীতিমালা নেই
- পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ বিষয়ক দিক-নির্দেশনার ঘাটতি বিদ্যমান
- আইনের বিভিন্ন ধারার সুযোগে এনসিটিবি'র ওপর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের ঝুঁকি রয়েছে

২০১৭ শিক্ষাবর্ষে পাঠ্যবইয়ে ভুলের প্রেক্ষিতে গৃহীত উদ্যোগ

▪ বিভিন্ন কমিটি গঠন (জানুয়ারি ২০১৭)	• এনসিটিবি'র তিন সদস্যের পর্যালোচনা কমিটি • শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চার সদস্যের কমিটি • প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সংসদীয় উপকমিটি • মাধ্যমিকের শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা ও বই পরিমার্জনে দুটি কমিটি
▪ অন্যান্য উদ্যোগ	• পাঠ্যপুস্তকে ভুলের জন্য এনসিটিবি'র দুইজনকে ওএসডি, একজনকে সাময়িক বরখাস্ত, সাতজনকে বদলি (এপ্রিল ২০১৭) • প্রাথমিকের পাঠ্যবইয়ে ভুলের জন্য শুদ্ধিপত্র প্রকাশ (মে ২০১৭) • মাদ্রাসার ৩৫টি পাঠ্যবইয়ে পরিবর্তনের উদ্যোগ (জুন ২০১৭) • প্রাথমিকের বাংলা পাঠ্যবই থেকে ছাগলের ছবি পরিবর্তন, 'ওড়না'র বদলে 'ওজন' ব্যবহার ও ছবি সংযোজন (জুলাই ২০১৭) • মাধ্যমিকের ১১টি বই পরিমার্জন (জুলাই ২০১৭)

এনসিটিবি’র কাঠামো

চেয়ারম্যান

- **সচিব**
  - বোর্ডের প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদনাসহ চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যদের কার্যক্রমের সার্বিক সহায়তা প্রদান
- **সদস্য, শিক্ষাক্রম (মাধ্যমিক)**
  - মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম সংক্রান্ত কার্যাবলী তত্ত্বাবধান, তদারকি ও বাস্তবায়নের দিকনির্দেশনা প্রদান
- **সদস্য, অর্থ**
  - বোর্ডের সার্বিক আর্থিক বিষয়াদি তত্ত্বাবধান, তদারকি ও বাস্তবায়নের দিকনির্দেশনা প্রদান
- **সদস্য, পাঠ্যপুস্তক**
  - পাঠ্যবই উৎপাদন, বিতরণ, কাগজ ক্রয় ও সম্পাদনা সংক্রান্ত কার্যাবলী তত্ত্বাবধান, তদারকি ও বাস্তবায়নের দিকনির্দেশনা প্রদান
- **সদস্য, শিক্ষাক্রম (প্রাথমিক)**
  - প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম সংক্রান্ত কার্যাবলী তত্ত্বাবধান, তদারকি ও বাস্তবায়নের দিকনির্দেশনা প্রদান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অধ্যাদেশ ১৯৮৩ অনুযায়ী স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে একটি ৫ সদস্যবিশিষ্ট বোর্ড দ্বারা সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়

এনসিটিবি'র পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়া

১. শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কমিটি কর্তৃক শিক্ষাক্রমের রূপরেখা তৈরি

২. সার্বিক শিক্ষাক্রমের ওপর মতামত গ্রহণ ও রূপরেখা অনুমোদন

৩. বিষয়ভিত্তিক কারিকুলাম তৈরি

৪. পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের জন্য লেখক কমিটি গঠন

৫. বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে ওরিয়েন্টেশন

৬. পাঠ্যবই রচনা ও অলংকরণ

৭. খসড়া পাণ্ডুলিপির যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে ভুলত্রুটি সংশোধন

৮. চূড়ান্ত খসড়া এনসিসিসি'র দ্বারা অনুমোদন

৯. ট্রাই-আউট পদ্ধতি ব্যবহার করে একবছর পর পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জন

● সুশাসন/অনিয়ম-দুর্নীতির সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ পর্যায়

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

বিষয়	সুশাসনের চ্যালেঞ্জ
১. কমিটি গঠন	• বিভিন্ন কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলের মতাদর্শীদের প্রাধান্য দেওয়া হয় • কোনো কোনো ক্ষেত্রে যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও দলীয় রাজনৈতিক বিবেচনায় কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হয়
২. কর্মশালা	• কর্মশালার সঠিক পরিকল্পনার ঘাটতি • কোনো কোনো ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী সদস্য নির্বাচনে ব্যক্তিগত পছন্দ ও স্বজনপ্রীতি • ক্ষেত্র বিশেষে অংশগ্রহণকারীদের মতামত গ্রহণ করা হয় না
৩. লেখকদল গঠন	• লেখকদলে অন্তর্ভুক্ত কোনো কোনো সদস্যের শিক্ষাক্রমের বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকে না • সমান সম্মানী দেওয়া হলেও লেখকদলে কোনো কোনো লেখকের অবদান প্রত্যাশিত পর্যায়ে থাকে না • লেখকদলে এমন লেখকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় যাদের কাজ বা অবদান সম্পর্কে অন্যদের ধারণা থাকে না

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ (চলমান)

বিষয়	সুশাসনের চ্যালেঞ্জ
৪. লেখা নির্বাচন ও শব্দ চয়ন	• কোনো কোনো ক্ষেত্রে লেখা নির্বাচনে ধর্মীয় / সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের প্রভাব লক্ষণীয় • সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে পাঠ্যবইয়ে কোনো কোনো বিষয় ও শব্দের পরিবর্তন
৫. বিষয় বিশেষজ্ঞ নিয়োগ	• অনেকক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দেওয়া হয় না • বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও প্রেষণে আসা কর্মকর্তাদের বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিয়োগ – যেমন অর্থনীতির শিক্ষককে বাংলা, প্রাণিবিদ্যা বিষয়ের শিক্ষককে খ্রিস্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিয়োগ • অনেকক্ষেত্রে ঢাকায় অবস্থানের উদ্দেশ্যে এনসিটিবিতে বদলি নেওয়ার জন্য প্রভাব বিস্তার করা হয় • কোনো কোনো বিষয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিশেষজ্ঞ – যেমন দর্শন বিষয়ের কারিকুলাম তৈরি করা না হলেও কর্মরত এনসিটিবি'র নিজস্ব ৬৪ জনের মধ্যে দর্শন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ সাতজন
৬. লেখক-সম্পাদক সমন্বয়	• সম্পাদনার সময় লেখকের সাথে সম্পাদকের বসে লেখার বিষয় ও উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে পরিবর্তন, পরিমার্জন করার নিয়ম হলেও লেখক পরিষদের অজ্ঞাতে লেখা পরিবর্তন, সংযোজন ও বিয়োজন

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ (চলমান)

বিষয়	সুশাসনের চ্যালেঞ্জ
৭. সম্পাদনা	• মূল কবিতা বিকৃতি • বানান ভুল • ছবির সাথে বিষয়বস্তুর সম্পর্ক নেই • ভুলসমূহ যাচাইয়ের জন্য পূর্বতন কপি সংরক্ষণ করা হয় না • ভুল সংশোধন করতে গিয়ে নতুন করে ভুল করে
৮. প্রুফ রিডার নিয়োগ	• স্বজনপ্রীতি, তদবিরের মাধ্যমে নিয়োগ
৯. ট্রাই-আউট পদ্ধতি ব্যবহার	• মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত মতামত বিশ্লেষণ, সঠিকভাবে তথ্য সংরক্ষণ, এবং প্রাপ্ত মতামত অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হয় না
১০. পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ	• ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মধ্যে পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতার অভাব • পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণে যথাযথ পরিকল্পনা ও সুসংবদ্ধ ব্যবস্থা নেই • সনাতনী পদ্ধতিতে পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ (চলমান)

বিষয়	সুশাসনের চ্যালেঞ্জ
১১. লেখা পরিবর্তন	• কারিকুলাম অনুসরণ না করে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে লেখা পরিবর্তন • লেখকদের অজ্ঞাতে পাঠ্যবইয়ে লেখা সংযোজন-বিয়োজন • কোনো কোনো ক্ষেত্রে লেখা পরিবর্তনে সম্পাদকদের বাধ্য করা

২০১২ সালে নবম-দশম শ্রেণির বাংলা বইয়ে দুইটি কবিতা বাদ দিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার লেখা একটি কবিতা অন্তর্ভুক্তির জন্য তাঁর মৌখিক নির্দেশে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা কমিটি কাজ বন্ধ রেখেছিল। এর ফলে একমাস পর বই ছাপানো হয়, এবং নির্ধারিত সময়ে ছাত্র-ছাত্রীরা বই পাওয়া হতে বঞ্চিত হয়। তথ্য গোপন করে কবি পরিচিতিতে পদবি না লিখে 'সরকারি চাকুরি' লেখা হয়, এবং তিনি যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা তাও উল্লেখ করা হয় নি।

সূত্র: এনসিটিবি'র কর্মকর্তা, সংবাদপত্র সম্পাদক

পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা ও সরবরাহ প্রক্রিয়া

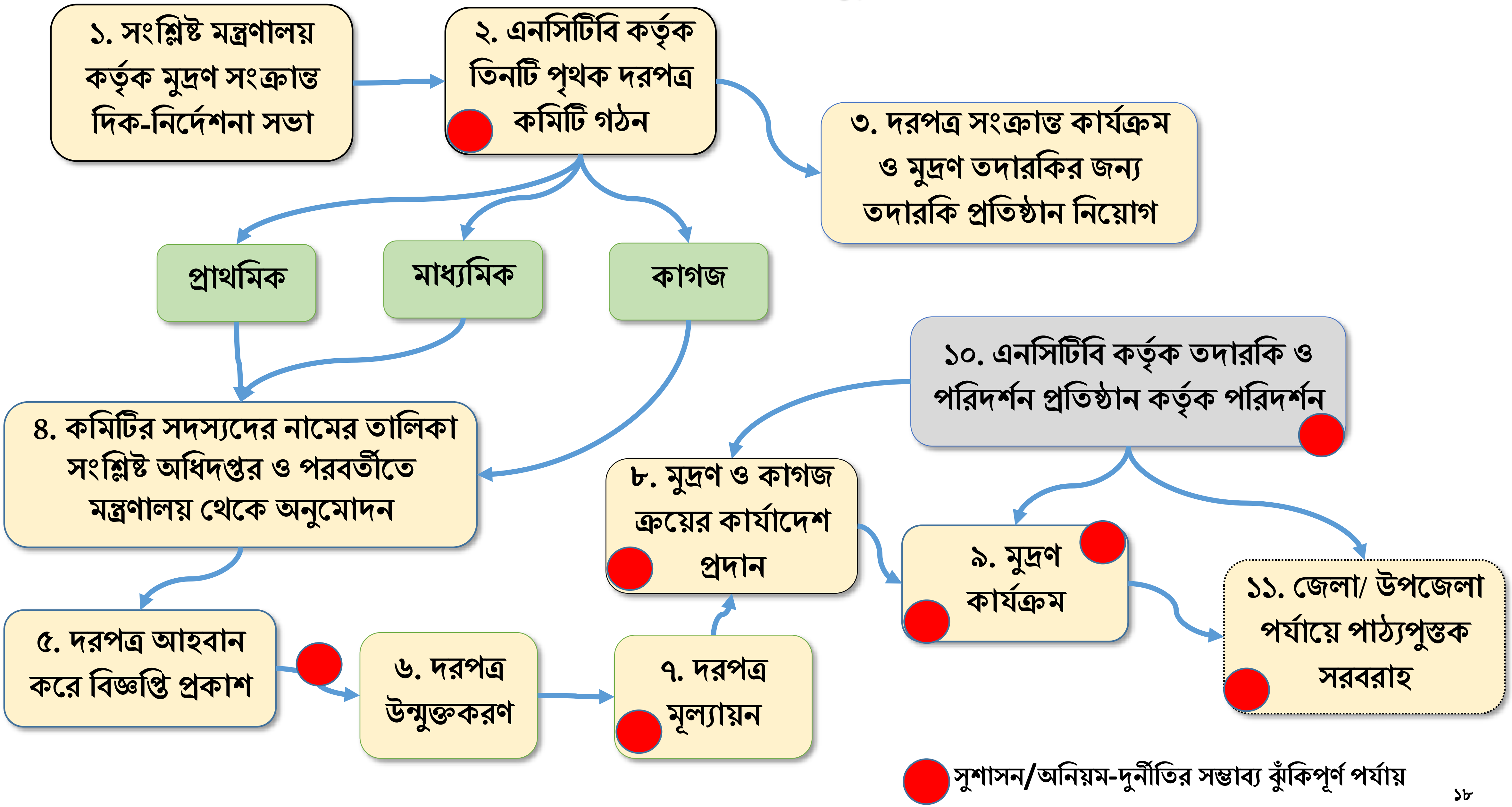

প্রকাশনা প্রক্রিয়ায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

বিষয়	সুশাসনের চ্যালেঞ্জ
১. দরপত্র আহবান	• এনসিটিবি’র কর্মকর্তাদের একাংশ দরপত্র আহবানের পূর্বে প্রস্তাব অনুযায়ী বই মুদ্রণের প্রাক্কলিত দর নির্দিষ্ট কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে জানিয়ে দেয় • প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে দরপত্র দাখিল করে
২. পাঠ্যপুস্তক উৎপাদন ও বিতরণ সংক্রান্ত কাজে সম্মানী	• দাপ্তরিক বা সরকারি আদেশ না থাকা সত্ত্বেও পাঠ্যপুস্তক উৎপাদন ও বিতরণ সংক্রান্ত কাজের জন্য এনসিটিবি’র বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্মানী গ্রহণ • মহা-হিসাব নিরীক্ষকের (সিএজি) নিরীক্ষায় এ বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন - এখনো নিষ্পত্তি হয় নি
৩. মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান নির্বাচন	• এনসিটিবি’র কর্মকর্তার বেনামে মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের মালিক হিসেবে দরপত্রে অংশগ্রহণ ও কার্যাদেশ প্রাপ্তির অভিযোগ • টেকনিক্যাল কমিটির দ্বারা অযোগ্য ঘোষিত হলেও ঊর্ধ্বতন পর্যায় থেকে কার্যাদেশের জন্য চাপ প্রয়োগ • নিজস্ব মুদ্রণ যন্ত্র, বাঁধাই, লেমিনেটিং ব্যবস্থা, কাটিং যন্ত্র, ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মী না থাকা সত্ত্বেও দরপত্রে উল্লেখ করা • দরপত্রে উল্লিখিত শর্ত পূরণ না করা সত্ত্বেও কার্যাদেশ প্রদান

প্রকাশনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ (চলমান)

বিষয়	সুশাসনের চ্যালেঞ্জ
৪. সাব-কন্ট্রাক্ট	• শতকরা ২০ ভাগ পর্যন্ত সাব-কন্ট্রাক্ট দেওয়ার অনুমোদন থাকলেও শতভাগ পর্যন্ত সাব-কন্ট্রাক্ট দেওয়ার অভিযোগ • মুদ্রণ, বাঁধাই, লেমিনেশন কাজের সাব-কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়
৫. কাগজ ক্রয়	• বিএসটিআই-এর পরামর্শ সত্ত্বেও সিএম (সার্টিফিকেশন মার্কস স্কিম) লাইসেন্স বাধ্যতামূলক করা হয় নি • নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে সিএম লাইসেন্সবিহীন কাগজ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ প্রদানের অভিযোগ • কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট মানসম্পন্ন কাগজ সরবরাহ করে না • মানহীন কাগজ সরবরাহে অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ দেওয়া হয় • মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের অভিযোগ আমলে নেওয়া হয় না
৬. মান নিয়ন্ত্রণ	• মুদ্রণ অবকাঠামো, কাগজ কেনা, মুদ্রণ কাজ যথাযথভাবে তদারকি করা হয় না • অর্থের বিনিময়ে প্রতিবেদনে সন্তোষজনক তথ্য দেওয়া হয়
৭. পাঠ্যবই সরবরাহ	• কয়েকটি জেলায় নির্ধারিত সময়ে পাঠ্যবই সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয় • বিলম্বে বই সরবরাহ করলেও সঠিক সময়ে প্রাপ্তি প্রতিবেদন দেওয়া হয়

একনজরে এনসিটিবি'র পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনায় সুশাসনের ঘাটতির কারণ-ফলাফল-প্রভাব

কারণ	ফলাফল	প্রভাব
• শিক্ষাক্রম উন্মুক্ত না থাকা • বিভিন্ন কমিটির সদস্য নির্বাচনে মতাদর্শগত/ দলীয় রাজনৈতিক বিবেচনা • লেখকদের অপর্যাপ্ত সম্মানী ও সময় • লেখক-সম্পাদক সমন্বয়ের ঘাটতি • সক্ষমতার ঘাটতি - জনবল, দক্ষতা • সম্পাদনা, পরিদর্শন ও তদারকিতে অবহেলা • জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে ঘাটতি	• সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞ নিয়োগ না দেওয়া • অনিয়মতান্ত্রিকভাবে লেখা নির্বাচন • কাগজ ক্রয়, মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান ও তদারকি প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে অনিয়ম ও দুর্নীতি • পাঠ্যবইয়ের গুণগত মান হ্রাস (মানহীন কাগজ, তথ্যগত ও বানান ভুল) • সময়মতো পাঠ্যবই সরবরাহ করায় ঘাটতি	• এনসিটিবিতে অনিয়ম-দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ • শিশুদের শিক্ষার গুণগত মান হ্রাস • সাম্প্রদায়িকতা বিস্তারের ঝুঁকি সৃষ্টি

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- এনসিটিবি'র কার্যক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান
- পাঠ্যবই লেখার মতো 'বিশেষায়িত' বিষয়কে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না; অনেকক্ষেত্রে প্রকৃত বিশেষজ্ঞদের এই প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় না
- এনসিটিবি'র পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়া অস্বচ্ছ – সঠিকভাবে পাণ্ডুলিপি লেখা হচ্ছে না, দলীয় রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত প্রভাব বিদ্যমান
- পাঠ্যবই প্রকাশনা প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি ও অনিয়ম বিদ্যমান – ব্যক্তিগত আর্থিক সুবিধা আদায়, কার্যাদেশ প্রদানে দুর্নীতি
- সক্ষমতা ও পেশাগত দক্ষতার ঘাটতি বিদ্যমান – বিশেষজ্ঞ, জনবল, কারিগরি দক্ষতার ঘাটতি
- মন্ত্রণালয়-এনসিটিবি, লেখক-সম্পাদক সমন্বয়ের ঘাটতি বিদ্যমান
- পরিদর্শন ও তদারকিতে ঘাটতি – সবক্ষেত্রে সময়মতো পাঠ্যবই সরবরাহ করা হয় না, মানসম্মত বই সরবরাহ করা হয় না

আইনি ও নীতি সংস্কার

১. এনসিটিবি'কে একটি স্বাধীন কমিশন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যা পাঠ্যপুস্তক রচনা, সংকলন, সম্পাদনা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে নীতি প্রণয়নে কাজ করবে

২. উক্ত কমিশন গঠনের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে খ্যাতিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করবে, যারা তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে এই কমিশনের গঠনের বিষয়ে সুপারিশ করবেন

৩. স্বাধীন কমিশন গঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অধ্যাদেশ ১৯৮৩ সংশোধন করতে হবে:

- এনসিটিবি'র কার্যক্রমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব হ্রাস করতে হবে
- এনসিসিসি ও কারিকুলাম কমিটির গঠন, মেয়াদ, কার্যক্রম, যোগ্যতা সুনির্দিষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে
- সিলেবাস ও টেক্সট বুক কমিটির সদস্যদের যোগ্যতা ও মেয়াদ নির্ধারণ করতে হবে
- পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ বিষয়ক দিক-নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে

৪. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অধ্যাদেশ ১৯৮৩-এর বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে

৫. শিক্ষাক্রম ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে

সুপারিশ (চলমান)

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা সংক্রান্ত সুপারিশ

৬. শিক্ষাক্রম প্রকাশ/ উন্মুক্ত করতে হবে

৭. শিক্ষা বিষয়ক ও শিক্ষাক্রমের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের এনসিটিবি'র বোর্ডে (বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের জন্য) সদস্য হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে

৮. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অনুযায়ী এনসিটিবি'র কর্মীদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন করতে হবে, এবং ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে

৯. বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে যথাযথ যোগ্য ব্যক্তিদের এনসিটিবিতে পদায়ন করতে হবে

১০. এনসিটিবি'র সব তদন্ত প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে; তথ্যের উন্মুক্ততা নিশ্চিত করতে হবে

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনা সংক্রান্ত সুপারিশ

১১. প্রতিটি পাঠ্যবইয়ের জন্য সম্পাদক, সংকলক ও লেখকের সাথে এনসিটিবি'র চুক্তির প্রবর্তন করতে হবে। চুক্তিতে কর্মপরিধি, সম্মানীর পরিমাণ, কাজের মেয়াদ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে

১২. পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের জন্য বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ এবং পাঠ্যবই লেখায় দক্ষতাসম্পন্ন লেখকদের নিয়োগ দিতে হবে

১৩. পাঠ্যবইয়ের লেখকদের সম্মানী সুনির্দিষ্ট মাপকাঠির ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হবে

১৪. পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশনার প্রত্যেক ধাপ যথাযথভাবে নথিভুক্ত করতে হবে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ করতে হবে

১৫. পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের জন্য ই-টেন্ডারিং প্রচলন করতে হবে

১৬. মুদ্রণ তদারকির সাথে জড়িত এনসিটিবি'র কর্মকর্তাদের কারিগরি দক্ষতা বাড়াতে হবে

ধন্যবাদ